০১-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরের অ্যাডপ্টেড সন্তান, তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিতে হবে, এটাই অন্তিম সময়, এইজন্য অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে"

প্রশ্নঃ - এই সময় তোমরা মানুষকে উটপাখির টাইটেল দিতে পারো - কেন ?

উত্তরঃ - যদি তোমরা উটপাখিকে উড়তে বলো, সে বলবে, আমার পাখা নেই, আমি যে উট । যদি তোমরা বলো, আচ্ছা ! তবে বোঝা ওঠাও ! তখন বলবে, আমি তো পাখি । আজকের মানুষের অবস্থাও এইরকমই । যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা দেবতার পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু বলো কেন ? তারা বলে, দেবতারা পবিত্র, আমরা পতিত । আবার তোমরা যদি তাদের বলো, আচ্ছা, পতিত থেকে পবিত্র হও, তখন তারা বলবে আমাদের সময় নেই । মায়া পবিত্রতার পাখা কেটে দিয়েছে । এই কারণে যারা বলে সময় নেই তারা উটপাখির মতো । বাচ্চারা, তোমরা উটপাখি হয়ো না !

গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । এটা কে বলেছে ? এই প্রশ্ন নিজেকে করো । নানারকমভাবে মানুষ 'ওম্'-এর অর্থ করেছে । বাবা বললে তোমরা এক সেকেণ্ডে তাঁর থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । পুত্র জন্মানোর সাথে সাথে বলা হয়, উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে, পরে সেই শিশুর বৃদ্ধি হয়ে কৈশোরপ্রাপ্ত হয় । এখানেও এইরকম । তোমরা বাবাকে চিনেছ, জেনেছ আর তাঁর বরসার উত্তরাধিকারী হয়েছ । এখানে তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত । আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়েছে, সেকেণ্ডে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে । পুত্র জন্মালেই ধরে নেওয়া হয় সে তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে । ইঁনি বেহদের বাবা । তিনি বলেন, হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা জানো যে বাবা এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা জানো, কল্পে কল্পে তোমরা রাজত্ব লাভ করো । যেমন তোমরা এক সেকেণ্ডে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । ওম্ অর্থাত্ আমি আত্মা আর এই আমার শরীর । আমি আত্মা কার সন্তান ? পরমাত্মার সন্তান । বাবা বলেন, আমি ওম্, পরম আত্মা । আমার নিজের কোনও শরীর নেই । কত সহজ এই কথা ! তারা ভাবে, ওম্ অর্থাত্ পরমাত্মা । তাহলে তো তার অর্থ হয় সবাই পরমাত্মা । যাই হোক, পরমাত্মা এক । তিনি বলেন, আমি তোমাদের বাবা । পরম আত্মা অর্থাত্ পরমাত্মা, যাঁকে সমগ্র দুনিয়া ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো । এইরকম কেউ বলতে পারেনা, পরমপিতা পরমাত্মা তাঁর (ব্রহ্মাবাবা) দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শেখান । তারা কেউ কিছু জানেনা, এই কারণে তারা বলেছে কৃষ্ণ পরমাত্মা । এটা হতে পারেনা যেতিনি রাজযোগ শেখান অথবা তিনি পতিত-পাবন । তিনি হলেন স্বর্গের প্রথম বাচ্চা, যিনি প্রথমেও ছিলেন এবং পরেও হবেন; এইজন্য তাঁকে শ্যামসুন্দর বলা হয় । প্রথম নম্বর জন্ম নেন কৃষ্ণ, তারপর ৮৪ জন্মের পরে তিনি ব্রহ্মা নাম অ্যাডপ্ট করেন । বাবা এসে, বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন । তোমরা বাচ্চারা অ্যাডপ্টেড, ঈশ্বরের বাচ্চা । তোমাদের মা-ও আছেন, বাবাও আছেন, প্রজাপিতাও আছেন । বাবা বলেন, আমি এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলি, তোমরা আমার বাচ্চা । তোমরা বলো, বাবা আমরা তোমার, তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি । বুদ্ধিও বলে, বাবা নিশ্চয়ই আসেন । তিনি কখন আসেন এটাও ভাববার বিষয় । তারা বলে, হে পতিত-পাবন এসো ! সুতরাং, যখন পতিত দুনিয়া শেষ হবে তখনই তিনি আসবেন, তাই না ! একেই বলা হয় সঙ্গমযুগ, কল্পের শেষ এবং কল্পের শুরুর মধ্যবর্তী সময় । অন্তে সবাই পতিত হয় আর আদিতে সবাই পবিত্র । অন্তে পতিত

দুনিয়ার বিনাশ হয় এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয় । তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে । গাওয়া হয় ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা । এই হলো ত্রিমূর্তি । তোমরা জানো, শিববাবার বাচ্চারা সবাই ভাই । যখন রচনা হয় তারা ভাই-বোন হয় । তাঁকে কেন মাতাপিতা বলা হয় ? যাতে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার লাভ করা যায় । লৌকিক উত্তরাধিকার থাকলেও তোমরা পারলৌকিক উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । এখন কলিযুগ অর্থাত্ মৃত্যুলোক । সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয় । এখানে মানুষের অকালমৃত্যু হয় । সত্যযুগ দৈবী দুনিয়া, যেখানে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বিদ্যমান থাকে । হিন্দু ধর্ম বলে কিছু নেই । যখন আদমশুমারি হয়, তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোন ধর্মের ? যখন আমরা বলি আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের তখন তারা হিন্দু ধর্মে রেখে দেয় কারণ সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে পড়ে । আর্য সমাজের লোকেদেরও হিন্দু ধর্মের মধ্যে রাখা হয় । বাস্তবে, হিন্দু ধর্ম বলে তো কিছু হয়ই না । যারা ইউরোপে বাস করে তাদের কী আর ইউরোপিয়ান ধর্মের বলা হবে ? তারা খৃষ্টান ধর্মের । যিশুখ্রিস্ট খৃষ্টান ধর্মের স্থাপন করেছেন । আচ্ছা, হিন্দু ধর্ম কে স্থাপনা করেছে ? বেচারা লোকজন, এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয় ! তারা বলে, গীতার দ্বারা স্থাপন হয়েছিলো । তাদের বোঝানো হয়, গীতার দ্বারা তো আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে । তোমরাও দেবতা ধর্মের ! তখন তারা বলে, দেবতারা অনেক পবিত্র ছিলেন ; আমরা অপবিত্র ; আমরা কিভাবে নিজেদের সেইরকম পবিত্র বলতে পারি ? সেইজন্য তাদের বলা হয়, আচ্ছা, তবে পবিত্র হও, আবার দেবীদেবতা ধর্মে এসে যাও । তখন তারা বলে, আমাদের সময় নেই ! তোমরা যা বলছ সেতো একেবারে নতুন ! অমরা অবশ্যই দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম । ভারতবাসীই দেবী-দেবতাকে পূজা করে । যেমন খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্টের পূজা করে । কিন্তু তারা এখন পতিত হওয়ার কারণে, তারা নিজেদের দেবতা বলতে পারেনা । তোমরা যদি তাদের পবিত্র হওয়ার জন্য আসতে বলো, তারা বলে তাদের কাছে সময় নেই । বাবা বলেন, তোমরা তো উটপাখি ! তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তোমাদের দেবতা বলা হবেনা, তারা বলে, আমরা অপবিত্র । তোমরা যদি বলো আচ্ছা এসে পবিত্র হও, তারা বলে আমাদের সময় নেই । যদি উটপাখিকে বলো উড়তে, সে বলবে, আমার পাখা নেই, আমি উট । তারপরে যদি বলো বোঝা ওঠাতে, সে বলবে আমি পাখি । তাই বাবা বলেন, মায়া তোমাদের পবিত্রতার পাখা কেটে দিয়েছে । শ্রাবণ মাসে মানুষ উপোস ক'রে শিবের পূজা করে, ব্রত করে । তোমাদের জন্য শ্রাবণ মাস জ্ঞান বর্ষার । তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও । মানুষ না খেয়ে ব্রত পালন করে । বাবা বলেন, বিষ খেয়োনা । এটা তোমাদেরও বোঝাতে হবে । শিবের অনেক পূজা হয় । এখন শিববাবা বলেন, তোমাদের ভোজন না খাওয়ার ব্রত, বিকার থেকে বিরত রাখে, তোমরা পবিত্রতার ব্রত পালন করো । আমি এসেছি পবিত্র দেবীদেবতা ধর্ম স্থাপনা করতে । এখানে কেউ পবিত্র নয় । পবিত্র দেবী-দেবতা সত্যযুগে বিরাজ করেন । তাঁরা বিষ থেকে জন্ম নেননা । নয়তো তাঁদের কিভাবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ এনাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয় । এখানে সবাই বিকারী, যাদের কোনও গুণ নেই । তারা নিজেরাই বলে, আমরা অপবিত্র, অধম । বাবা বলেন, আমার মত্ অনুসরণ করে চললে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো মালিক হয়ে যাবে । তোমাদের পড়া কত গুরুত্বপূর্ণ । মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করো । তোমাদের বিশ্বের মালিক হতে হবে । সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো এবং সেই দেবী-দেবতা ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । তোমরা পবিত্র হয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ করো । স্ব অর্থাত্ আত্মা । আত্মা রাজত্ব লাভ করে, যা স্বরাজ্য ব'লে অভিহিত । মানুষ দেহ-অভিমানী । দেহ-অভিমান থেকে তারা বলে এটা তাদের রাজ্য । এখানে তোমরা বলো, আমি আত্মা, এই দেহের মালিক । আমি মহারাজা হবো ; সত্যযুগে আমি পবিত্র দেহ প্রাপ্ত করবো । এখন তো আত্মা পতিত, যেমন আত্মা তেমন শরীর ।

আত্মায় খাদ মিশে গেছে । আত্মা প্রথমে খাঁটি সোনা ছিলো । প্রথম ছিলো গোল্ডেন এজ্ অর্থাত্ স্বর্ণযুগ, কিন্তু পরে যখন সিলভার এজ্ এলো তখন তাদের মধ্যে সিলভারের খাদ মিশলো । তারপরে দ্বাপরে তামার খাদ । এখন আত্মারা মেকি তো শরীরও মেকি । একে বলা হয় মিথ্যাখণ্ড । এখন বাবার সাথে যোগ রাখলে খাদ বেরিয়ে যাবে, একে যোগ অগ্নি বলা হয় । অলংকার থেকে ময়লা বার করার জন্য আগুনে দেওয়া হয় । এটাই যোগ অগ্নি যাতে খাদ ভস্ম হয়ে যায় ; আমরা খাঁটি সোনা হয়ে বাবার সাথে ফিরে যাই । বাবা বলেন, তোমরা অবশ্যই আমার সাথে ফিরে আসবে । সত্যযুগে প্রকৃত সোনা থাকবে । এখন তারা কৃষ্ণকে কেন কালো বলে ? কৃষ্ণের নামরূপ বদল হয়ে যায় । বাবা এখন বোঝান, তোমরা গৌরবর্ণ ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের মধ্যে খাদ মিশেছে । তোমরা সম্পূর্ণভাবে আয়রণ এজেড হয়ে গেছ । আমি এখন স্বর্ণকার ; আমি বাচ্চাদের ভাট্টিতে রাখি । খড়ের গাদায় আগুন লাগবে, সবার শরীর বিনাশ হয়ে যাবে । আত্মারা অবিনাশী । একদিকে তোমরা যোগ অগ্নিতে পবিত্র হবে আর অন্যদিকে বাকি সবাই সাজাপ্রাপ্ত হয়ে হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যাবে । সবাইকে পবিত্র বানানোর জন্য এটা ঈশ্বরের ভাট্টি । সেই তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা বেরিয়েছ । যাই হোক, মানুষ সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গা মনে করে । এমনকি তারা সেই জলের গঙ্গার দেবীমূর্তিও রাখে । বাস্তবে, তোমরা ভগবানের বাচ্চা, জ্ঞান গঙ্গা যারা পরবর্তী সময়ে দেবতা হবে । যখন স্বর্গে যাবে তখন তোমাদের দেবী-দেবতা বলা হবে । ওখানে আত্মা শরীর দুইই পবিত্র । তারা এখন পতিত । ভারত গোল্ডেন এজেড ছিলো, পরে সিলভার, কপার এবং আয়রণ এজেড হয়েছিলো । বাবা তোমাদের আবার গোল্ডেন এজে নিয়ে যাচ্ছেন । তোমরা আত্মারা এবং তোমাদের দেহ দুইই পবিত্র হয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি রজক (ধোপা), তোমরা অর্থাত্ আত্মাদের ধুতে আসি । বাবাকে তোমাদের স্মরণ করতে হবে, ব্যস্ শুধু এইটুকুই ! যোগের অভ্যাসে থেকে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো । শারীরীক শক্তির দ্বারা কেউ বিশ্ব-মালিক হতে পারেনা । খৃষ্টান দুই ভাইয়ের (রাশিয়া এবং ইউ.এস.এ) এত শক্তি আছে যে তারা যদি নিজেদের মধ্যে মিলে যায় তবে বিশ্বের মালিক হতে পারে । যতই হোক, আইন মোতাবেক তা হতে পারেনা এই বিষয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল আর বানর এসে সেই অবসরে তাদের মধ্যে থেকে মাখন নিয়ে যায় । সুতরাং তারা উভয়ে লড়াই করে আর ভারত মাখন অর্থাত্ সারবস্তু লাভ করে । এতে নাম্বার ওয়ান হলেন শ্রীকৃষ্ণ । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বগোলক দেখানো হয় । এটা কোনও মাখন নয়, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ রাজ্যের প্রাপ্তি । বাবা বোঝান, সব বিনাশ হয়ে যাবে, আর তারপরে তোমরা মালিক হয়ে যাবে । যেমনই হোক, তার আগে অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে । শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং আসুরিক মতে ভ্রষ্ট হও । এটা আসুরিক পতিত দুনিয়া । একজনও পবিত্র নয় । পবিত্র দুনিয়ায় একজনও পতিত হয়না । এখন সবাই পতিত । গেয়েও থাকে পতিত-পাবন সীতারাম । আমরা সীতারা রাবণের জেলে পড়ে আছি । মানুষ ডাকে, হে রাম ! আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো ! তারা গাইলেও জানেনা কিছুই । তাদের মনে যা আসে তাই গাইতে থাকে । রাবণ পুরোপুরি তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে । বাবা এসে জাগিয়ে দেন । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সৃষ্টির রচয়িতা, তাঁর বায়োগ্রাফি তোমরা জানো । তোমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের বায়োগ্রাফিও জানো । লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কথাও তোমরা জানো । তাইতো তোমরা নলেজফুল ! যখন তোমরা কোনও কৃষ্ণ মন্দিরে যাও, তোমরা বুঝতে পারো, তিনি ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স । এখন, তাঁর অন্তিম চুরাশিতম জন্মে তিনি ব্রহ্মা হয়েছেন । এই বিষয়েও ভালোভাবে বুঝতে হবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা সতর্ক থেকো, কখনও কাউকে দুঃখ দিওনা । বাবা তো দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, তাই না ! তোমরা পাঁচ বিকার দান করেছ । এই দান দিলে গ্রহের মন্দ প্রভাব

সরে যাবে । যখন গ্রহণ লাগে তখন ফকিরেরা বলে দান দাও । এখন বাবা বলেন, আমার স্নেহের বাচ্চারা তোমরা পাঁচ বিকারের দান দাও তবে তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন দেবতা হয়ে যাবে, তখন দুঃখের গ্রহণও সরে যাবে । তোমরা সুখধামের মালিক হবে । এই কারণে পাঁচ বিকারের দান নেওয়া হয়, এইরকমই তো ভালো, তাই না ! এখন তোমাদের উপর বিকারের গ্রহণ লাগায় তোমরা একদম কালিমালিপ্ত হয়েছ । বাবা একমাত্র তোমাদের বিকার দানের জন্যই বলেন, অন্য কিছু নয় । বাবা বোঝান, বাচ্চারা তোমাদের এখন আত্ম-অভিমানী হতে হবে । আত্ম-অভিমানী হয়ে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে । তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এইজন্য দেহী-অভিমানী হও । দেবতারা আত্ম-অভিমানী হন । এখন আমাকে অর্থাত্ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আমি তোমাদের রক্ষা করবো । তোমরা আমাকে স্মরণ না করলে আমি কিভাবে তোমাদের রক্ষা করবো ? বাবা কত বোঝান, এই সব কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা হয়নি । সেই সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । বাবা তোমাদের সদগতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ান । আমি তোমাদের এই শরীর দ্বারা বোঝাই । এটা আমার শরীর নয়, এতো এনার পুরানো জুতো, আমি এটা লোনে নিয়েছি । আমি এই শরীরে এসে তোমাদের পবিত্র বানাই । বাবা কত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার শ্রীমত্ অনুসরণ করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । এই পড়ার মাধ্যমে বিশ্বের রাজত্ব নিতে হবে । আত্মায় যে খাদ পড়েছে তাকে যোগ অগ্নির দ্বারা বার করতে হবে ।

২) আত্ম-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যত বেশী স্মরণে থাকবে তত বেশী বাবা তোমাদের রক্ষা করবেন ।

বরদানঃ- সর্ব প্রাপ্তিকে সামনে রেখে তোমার মূল (আসল বা প্রকৃত) আত্মগৌরব বজায় রেখে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা, উঁচু থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান - এটাই হল সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-অভিমান । যারা এই চমত্কারিত্বের সীটে অধিষ্ঠিত, তাদের কখনও চরম দুর্দশা হতে পারেনা । ব্রাহ্মণের মহিমা দেবতাদের মহিমা থেকেও শ্রেষ্ঠ । সর্ব প্রাপ্তির লিস্ট সামনে রাখো, তবে নিজের শ্রেষ্ঠ মহিমা সদা স্মৃতিতে থাকবে এবং অবিরত তোমরা এই গান গাইবে - "পাওয়ার ছিলো যা, তা' পেয়ে গেছি"..... সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি সহজ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যোগী এবং পবিত্র জীবনই হল সর্ব প্রাপ্তির আধার ।